ইনকিলাব

17 MAY 2003

17 MAY 2003

চবিতে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা

মদহুল কবীর ঃ ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে আছে প্রায় ২ বছর ধরে। উল্লেখযোগ্য কোন সাংগঠনিক কার্যক্রম না থাকায় দিন দিন কমে আসছে কর্মী সংখ্যা। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে অনেক নেতা-কর্মী সংগঠন বিমুখ হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তৎপরতা সীমিত হয়ে আসে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর। হল, ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যারা একসময় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও ক্যাম্পাসবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল আওয়ামী লীগ সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্যাম্পাস ও হল থেকে পালিয়ে আসে। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত করেছিল তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায়। ফলে সরকার পতনের পর তারা আগের মত সহায়তা পাবে না জেনেই গা ঢাকা দিয়েছিল। ছাত্রলীগ হল ছাড়ার পর পর ছাত্রশিবির শূন্যস্থান পূরণ করে। তারা ক্যাম্পাসে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে।

পরবর্তীতে ছাত্রলীগ একাধিকবার ক্যাম্পাসে ঢুকতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম চাঙ্গা করার জন্য গত বছরের জুন মাসে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। মাহবুব এলাহীকে সভাপতি এবং কাজী মাযহারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। ৭১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি ক্যাম্পাসে নতুন করে অবস্থান নেয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু গত এক বছরে এ কমিটি ক্যাম্পাসে কোন আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি বরং দিন দিন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কোন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় না। কর্মী সংখ্যা কমতে কমতে এক তৃতীয়াংশে ঠেকেছে। সাধারণ কর্মী ও সমর্থকরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসেছে। ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পরবর্তীতে ৯২ সদস্যে বর্ধিত করা হলেও কার্যক্রম বাড়েনি দলের। বরং কমিটির অধিকাংশ নেতাই নিষ্ক্রিয়। ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা দাপটের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করেছে তাদেরকে এখন খুঁজেও পাওয়া যায় না।

ছাত্রলীগের অনেক নেতা-কর্মী জানিয়েছে, দলের দু'টি গ্রুপ তথা নাছির ও মামুন গ্রুপের মধ্যকার নিত্য দ্বন্দ্ব এখন কিছুটা কমে আসলেও নাছির গ্রুপের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। গত ডিসেম্বরে কমিটি বর্ধিত করার সময় সহ-সভাপতি মোঃ ইউসুফকে কমিটি থেকে বাদ দেয়া হলে এ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ইউসুফের সমর্থক নেতা-কর্মীরা এ ঘটনায় সাধারণ সম্পাদক কাজী মাযহারকে দু'দফায় প্রহার করে। তারা অভিযোগ করে, ইউসুফের দলের প্রতি ত্যাগ, অবদান বেশী থাকা সত্ত্বেও তাকে কাজী ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়েছে। কারণ আগামীবার কমিটি গঠিত হলে ইউসুফ সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ছিল। এ সম্পর্কে কাজীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইউসুফকে বাদ দেয়া হয়েছে তার মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হয়েছে বলে। এদিকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ক্যাম্পাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের কোন আগ্রহই নেই। বরং নিজেদের স্বার্থে ঢাকা লবিং তথা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে লবিংয়ে ব্যস্ত থাকেন বেশী। তারা কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখেন না। নতুন কর্মী সংগ্রহেও তাদের কোন তৎপরতা নেই। মাসে একটি করে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত সভা হয়েছে মাত্র ১টি। সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আন্দোলনের সময় কর্মীদের খবর দিলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজে নিজে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাহবুব এলাহীর সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আমরা কোন কর্মকাণ্ড চালাতে পারছি না। আমরা কোন কর্মসূচী নিলেই তাতে বাধা আসছে।